সমকাল

তারিখ 30 MAR 2016
পৃষ্ঠা 20 কলাম 7

ছাত্রলীগের সংঘর্ষে শিক্ষার্থী নিহত

চট্টগ্রাম প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ

চট্টগ্রামে প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘর্ষে নিহত এমবিএর শিক্ষার্থী সোহেলের বাবা কান্নায় ভেঙে পড়েন ■ সমকাল

■ চট্টগ্রাম ব্যুরো

নিহত সোহেল

চট্টগ্রামে বেসরকারি প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের সংঘর্ষে এক শিক্ষার্থী নিহত ও তিন শিক্ষার্থী গুরুতর আহত হয়েছেন। গতকাল মঙ্গলবার দুপুর ১টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়াসা মোড় ক্যাম্পাসে এ ঘটনা ঘটে। নিহত শিক্ষার্থীর নাম নাছিম আহমেদ সোহেল। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের এমবিএর ■ পৃষ্ঠা ১৭ : কলাম ১

চট্টগ্রাম প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়

[শেষ পৃষ্ঠার পর]

শিক্ষার্থী। আহত তিন শিক্ষার্থী হলেন– নোটন শীল, মো. আহাদ ও মো. ইমতিয়াজ। এদিকে ঘটনার প্রতিবাদে ওয়াসা মোড়, জিইসি মোড়, দুই নম্বর গেট ও প্রবর্তক মোড়ে সড়কসহ নগরীর অন্তত ১০টি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে সড়ক অবরোধ করে ছাত্রলীগের একাংশের বিক্ষুব্ধ নেতাকর্মীরা। তারা প্রবর্তক মোড়সহ নগরীর বিভিন্ন স্থানে যানবাহন ও দোকানপাটের পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটি ক্যাম্পাসেও ব্যাপক ভাংচুর চালায়। ককটেল বিস্ফোরণসহ অগ্নিসংযোগ করে। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য ড. অনুপম সেনসহ শিক্ষকরা কার্যালয়ে অবরুদ্ধ ছিলেন। সংঘর্ষ চলাকালে পুরো এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। সন্ধ্যার দিকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের ঘোষণা দেয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়া ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা নগর আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাবেক সিটি মেয়র এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরী এবং নগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সিটি মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীনের অনুসারী হিসেবে পরিচিত। জানা গেছে, প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বিদায়ী অনুষ্ঠানে মহিউদ্দিন চৌধুরী নাকি আ জ ম নাছির প্রধান অতিথি হবেন তা নিয়ে দ্বিমতের সূত্র ধরেই সংঘর্ষে জড়ায় দু'গ্রুপের অনুসারীরা।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্র জানায়, আগামী ৩১ মার্চ বিশ্ববিদ্যালয়ের অষ্টম সেমিস্টারের বিদায়ী অনুষ্ঠান হওয়ার কথা রয়েছে। এ উপলক্ষে অনুষ্ঠান আয়োজনে নানা প্রস্তুতি চলছিল। তবে অনুষ্ঠানের আয়োজন নিয়ে শিক্ষার্থীদের দুই গ্রুপের মধ্যে মতবিরোধ চলছিল। গতকাল দুপুরে শিক্ষার্থীদের একটি পক্ষ ওয়াসা মোড়ের ক্যাম্পাসের তিনতলায় অনুষ্ঠানের মহড়া দিচ্ছিল। এ সময় একদল যুবক অতর্কিত লাঠিসোটা ও ধারালো অস্ত্র নিয়ে মহড়া কক্ষে হামলা চালায়। হামলাকারীদের ছুরিকাঘাতে চার শিক্ষার্থী গুরুতর আহত হন। পরে আহতদের উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির নায়েক আবদুল হামিদ সমকালকে বলেন, 'আহত অবস্থায় চার শিক্ষার্থীকে নিয়ে আসা হয়। এর মধ্যে সোহেল নামে এক শিক্ষার্থীকে মৃত ঘোষণা করেন কর্তব্যরত চিকিৎসকরা।'

প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর আহমেদ রাজীব চৌধুরী সমকালকে বলেন, 'বিদায় অনুষ্ঠানের আয়োজন নিয়ে শিক্ষার্থীদের দু'পক্ষের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়।'

এদিকে হতাহতের খবর ছড়িয়ে পড়লে ক্ষোভে ফেটে পড়েন সাধারণ শিক্ষার্থীরা। লাঠিসোটা হাতে তারাও হামলাকারীদের ধাওয়া দেন। এভাবে চলতে থাকে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা। এক পর্যায়ে এ ঘটনা রাজনৈতিক রূপ ধারণ করে। ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপ। সোহেলের ওপর হামলার ঘটনার সঙ্গে জড়িতরা নগর আওয়ামী লীগের সভাপতি মহিউদ্দিন চৌধুরীর অনুসারী ছাত্রলীগ নেতাকর্মী বলে দাবি করছে সাধারণ সম্পাদক নাছিরের সমর্থকরা। মেয়র নাছিরের নির্দেশে সন্ধ্যা পৌনে ৭টার দিকে অবরোধ প্রত্যাহার করে নেয় তার সমর্থকরা। এর আগে বিকেলে নগরীর পাঁচলাইশ মোড়ে গ্লোরিয়াস ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট নামে একটি প্রতিষ্ঠানে অগ্নিসংযোগ করে বিক্ষুব্ধরা।

সিটি মেয়র আ জ ম নাছির অনুসারী নগর ছাত্রলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মঈনুর রহমান সমকালকে বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদায় অনুষ্ঠানে নগর আওয়ামী লীগের সভাপতি এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরীকে অতিথি করতে চেয়েছিলেন তার অনুসারীরা। তাকে অতিথি না করায় তার সমর্থকরা হামলা চালিয়ে সোহেলকে হত্যা করেছে।'

ঘটনার খবর পেয়ে সন্ধ্যার দিকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে যান মেয়র নাছির উদ্দীন। এ সময় সোহেলের স্বজন ও সহপাঠীদের চোখের জলে সেখানে এক হৃদয়বিদারক দৃশ্যের সৃষ্টি হয়। নিহত ছাত্রলীগ নেতার স্বজনকে সান্ত্বনা ও হত্যাকারীদের বিচারের আওতায় আনার প্রতিশ্রুতি দেন তিনি। সোহেল কুমিল্লার সদর থানার অবসরপ্রাপ্ত সার্জেন্ট আবু তাহেরের ছেলে। তবে পরিবারের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে চট্টগ্রাম নগরীর বায়েজিদ থানার শেরশাহ এলাকায় বসবাস করে আসছেন তারা।

লাশ স্বজনের হাতে হস্তান্তরের পর ঘটনার জন্য নিন্দা জানিয়ে সিটি মেয়র নাছির উদ্দীন সাংবাদিকদের বলেন, 'খুনি যারাই হোক তাদের আইনের আওতায় আনা হবে। সোহেলসহ সব কর্মীর খুনিদের আশ্রয়দাতাদের আইনের আওতায় আনা হবে।'

মেয়র আরও বলেন, যারা সোহেলকে হত্যা করেছে তারা যেন চট্টগ্রাম শহর থেকে কোনো পথ ব্যবহার করে পালিয়ে যেতে না পারে, সে বিষয়ে পুলিশকে বলেছি। খুনি ও তাদের প্রশ্রয়দাতাদের রেহাই দেওয়া হবে না। মেয়র ঘটনাস্থলে আসার পর ছাত্রলীগের বিক্ষুব্ধ কর্মীরা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। তারা মহিউদ্দিন চৌধুরীর বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে থাকেন। এ সময় পাঁচ রাউন্ড গুলির শব্দ শোনা যায়। গতকাল মঙ্গলবার রাতে বিশ্ববিদ্যালয়টির উদ্যোক্তা সাবেক মেয়র এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরী এক বিবৃতিতে এ ঘটনার নিন্দা ও শোক জানিয়েছেন। গণমাধ্যমে পাঠানো বিবৃতিতে বলা হয়, 'যারা প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের পবিত্র ক্যাম্পাসকে রক্তাক্ত করেছেন, তারা আমার শরীরের রক্ত ঝরিয়েছেন। আমার শরীর আর মন দুই-ই আজ রক্তাক্ত।'এ ঘটনায় নিহত সোহেলের পিতা-মাতাই শুধু সন্তানহারা হননি, আমি নিজেও সন্তানহারা হয়েছি। আমি আমার সন্তান হত্যার বিচার চাই।'

চকবাজার থানার ওসি আজিজ আহমেদ সমকালকে বলেন, 'দীর্ঘ চেষ্টার পর পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।' গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গের সামনে ছেলের লাশ দেখে হাউমাউ করে কেঁদে ওঠেন সোহেলের বাবা সার্জেন্ট (অব.) আবু তাহের। এ সময় তিনি বিলাপ করে বলতে থাকেন, 'আমি আমার ছেলের লাশ চাই না। আমি তাকে জীবিত দেখতে চাই। যারা এ ঘটনা ঘটিয়েছে তাদের শাস্তি চাই।'

সন্ধ্যার আগে সোহেলের লাশ মর্গ থেকে প্রবর্তক মোড়ের প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ক্যাম্পাসের সামনে নিয়ে এলে সেখানে কান্নায় ভেঙে পড়েন তার সহপাঠীরা। এ সময় সহপাঠী ফারহানা বলেন, খারাপ ছেলেদের মারামারিতে সোহেলকে খুন হতে হয়েছে।'